নির্বাচিত হাদীছ

মুযাফফর বিন মুহসিন

নির্বাচিত হাদীছ

মুযাফফর বিন মুহসিন

আছ-ছিরাত প্রকাশনী

নির্বাচিত হাদীছ

প্রকাশক

আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০১৩ খৃ.

২য় সংস্করণ

এপ্রিল ২০১৪ খৃ.

কম্পোজ

আছ-ছিরাত কম্পিউটার, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

NIRBACITO HADEETH *BY Muzaffar Bin Mohsin. Dawra-e-Hadeeth, Kamil, B.A (Honours), M. A University of Rajshahi. Ph.D. Fellow, University of Rajshahi. Speaker, Peace TV Bangla. Mobaile : 01715-249694. Fixed Price: 20 (twenty) Taka only.*

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَّ نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভূমিকা :

'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া রাজশাহীতে ২০১০ সালে প্রথম 'বুলূগুল মারাম' হাদীছ গ্রন্থের দরস প্রদান করতে গিয়ে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জীবনের শুরুতেই ছাত্ররা যেন হাদীছগুলো মুখস্থ করে নিতে পারে এবং যথা স্থানে দলীল ভিত্তিক জবাব দিতে পারে। এ জন্য ছাত্ররাও মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিত। দীর্ঘদিন পরে হলেও তা সম্ভব হল। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন- আমীন!!

-সংকলক

নির্বাচিত হাদীছ

বিশুদ্ধ আক্বীদা :

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(১) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই-ই রয়েছে, যার জন্য সে সংকল্প করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ্র দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ্র দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের আশায় কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়েছে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে, যার জন্য সে হিজরত করেছে।[১]

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوْا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيْرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে প্রথম আহ্বান করবে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলাকে একক হিসাবে মেনে নেয়। যদি তারা তা মেনে নেয়

---

১. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।

তাহলে তাদেরকে বলবে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা যদি ছালাত আদায় করে তবে তাদেরকে জানাবে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে। তবে মানুষের সম্পদের মূল্যের ব্যাপারে সাবধান থাকবে'।[২]

(٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَأَغْفِرَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছ যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব? কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব'?[৩]

(٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন আরশের উপর তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন যে, অবশ্যই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে'।[৪]

---

২. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭২, ২/১০৯৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৮৬৮, ১০/৫৩৩ পৃঃ), 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/১৩০।

৩. বুখারী হা/১১৪৫, ১/১৫৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৭৯, ২/৩০৮ পৃঃ); মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩, পৃঃ ১০৯, 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ।

৪. ছহীহ বুখারী হা/৩১৯৪, ১/৪৫৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/২৯৬৭, ৫/৩৫৭ পৃঃ), 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/৭১৪৭, 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/২৩৬৪, পৃঃ ২০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৫৫, ৫/১১৪ পৃঃ, 'দু'আ' অধ্যায়, 'আল্লাহ্র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ।

(٥) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ أُحُد وَالْجَوَّانِيَّة فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاة مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لَكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৫) মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসাবে অনুরূপ রাগান্বিত হলাম, যেরূপ তারা হয়। ফলে আমি তাকে এক থাপ্পড় মারলাম। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি একে বড় অন্যায় মনে করলেন। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে আযাদ করে দিব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে'।[৫]

(٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দয়াশীল মানুষদের উপর দয়াময় আল্লাহ রহম করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর দয়া করবেন'।[৬]

---

৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২২৭, ১/২০৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৮০), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮।

৬. আবুদাঊদ হা/৪৯৪১, ২/৬৭৫ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৯২৪, 'সৎ আমল ও সদাচরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬; মিশকাত হা/৪৯৬৯, পৃঃ ৪২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৫২, ৯/১৩২ পৃঃ, সনদ ছহীহ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'দয়া ও রহমত' অনুচ্ছেদ।

(٧) عَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৭) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা রাত্রে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী ব্যক্তি তওবা করতে পারে। তিনি দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী ব্যক্তি তওবা করতে পারে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত এটা তিনি জারী রাখবেন।[৭]

(٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَيَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে- কারণ আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই কবুল করেন না, তার দান আল্লাহ তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকবেন, যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে থাকে। অবশেষে তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[৮]

(٩) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقٍ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَّمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَّسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَّاحِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

---

৭. মুসলিম হা/৭১৬৫, ২/৩৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৭৩৪), 'তওবা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/২৩২৯, পৃঃ ২০৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২২১, ৫/৯৯ পৃঃ।

৮. বুখারী হা/১৪১০, ১/১৮৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩২৭, ৩/১২ পৃঃ), 'যাকাত' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৩৯০; মিশকাত হা/১৮৮৮, পৃঃ ১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৭৯৪, ৪/১৮৪ পৃঃ, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

(৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, '(ক্বিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মুক্ত করে দিবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐ সমস্ত লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে'।[৯]

(١٠) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَيَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '(জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। আর জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? শেষ পর্যন্ত জগৎ সমূহের প্রতিপালক তাতে তাঁর পা রাখবেন। ফলে জাহান্নামের একাংশ আরেকাংশের সাথে মিশে যাবে। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, আপনার প্রতিপত্তি ও মর্যাদার শপথ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে'।[১০]

বিশুদ্ধভাবে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব :

(١١) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(১১) মালেক ইবনু হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'।[১১]

---

৯. বুখারী হা/৪৯১৯, ২/৭৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৫৫৮, ৮/২৬৫ পৃঃ), 'তাফসীর' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৫৪২, পৃঃ ৪৮৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩০৮, ১০/৯৩ পৃঃ, 'হাশরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।

১০. বুখারী হা/৭৩৮৪, ২/১০৯৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৮৮০, ১০/৫৩৯ পৃঃ), 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭; মুসলিম হা/৭৩৫৮; মিশকাত হা/৫৬৯৫, পৃঃ ৫০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৫১, ১০/১৭২ পৃঃ, 'জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ।

১১. ছহীহ বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬০৩, ২/৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/৬৮৩, পৃঃ ৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৩২, ২/২০৮ পৃঃ।

(١٢) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِىْ الْأَوْسَطِ

(১২) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব শুদ্ধ হলে তার সমস্ত আমলই সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব সঠিক না হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে'।[১২]

ছালাত পরিত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণাম :

(١٣) عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(১৩) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হল, ছালাত পরিত্যাগ করা'।[১৩]

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের ও তাদের (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক) মধ্যে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা হল ছালাত। তাই যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল, সে কুফুরী করল'।[১৪]

---

১২. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/১৮৫৯; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮।

১৩. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৬ ও ২৫৭, ১/৬১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪৯ ও ১৫০), 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৭; মিশকাত হা/৫৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৩, ২/১৬০ পৃঃ।

১৪. তিরমিযী হা/২৬২১, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত ত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫২৭, ২/১৬২ পৃঃ, সনদ ছহীহ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি ছালাত ছেড়ে দিল সে শিরক করল'- ইবনু মাজাহ হা/১০৮০, পৃঃ ৭৫, 'ছালাত কায়েম করা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭, সনদ ছহীহ।

(١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

(১৫) আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব উক্বায়লী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না, ছালাত ব্যতীত।[১৫]

তিন মসজিদ ছাড়া নেকীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদে গমন করা নিষিদ্ধ :

(١٦) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। মসজিদুল হারাম, মসজিদে রাসূল (ছাঃ) এবং মসজিদুল আক্বছা'।[১৬]

কবর স্থানে ছালাত পড়া নিষিদ্ধ :

(١٧) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

(১৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পৃথিবীর পুরোটাই মসজিদ। তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।[১৭]

---

১৫. তিরমিযী হা/২৬২২, ২/৯০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়, 'ছালাত' পরিত্যাগ করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৭৯, পৃঃ ৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩২, ২/১৬৪ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

১৬. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মুসলিম হা/৩৪৫০; মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ।

১৭. তিরমিযী হা/৩১৭, ১/৭৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭, পৃঃ ৭০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৮১, ২/২২৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ। আলবানী বলেন, কবরস্থান তাকেই বলা হয়, যেখানে একজন মানুষকেও দাফন করা হয়। আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.।

(١٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

(১৮) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১৮]

(١٩) عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّىْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(১৯) জুনদুব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। নিশ্চয় আমি তোমদেরকে এটা থেকে নিষেধ করছি।[১৯]

ছবি-মূর্তি ও খানকা-মাযার উচ্ছেদ করা :

(٢٠) عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(২০) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং এর উপর সমাধি সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[২০]

---

১৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৩১৩, সনদ ছহীহ। উক্ত হাদীছের আলোকে আলবানী (রহঃ) বলেন, কবর ক্বিবলার সামনে থাক কিংবা ডানে থাক, বামে থাক বা পিছনে থাক সে স্থানে ছালাত হবে না। আহকামুল জানাইয, পৃঃ ২১৪; আছ-ছামারুল মুস্তাত্বাব, পৃঃ ৩৫৭- وسواء في ذلك أ كان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره وخلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

১৯. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৬, ১/২০১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৬৯), 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৭১৩, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৬০, ২/২২০ পৃঃ।

২০. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৯, ১/৩১২ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২ (ইফাবা হা/২১১৪); মিশকাত হা/১৬৯৭, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৬, ৪/৭৩ পৃঃ।

(٢١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ). رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(২১) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, (মক্কা বিজয়ের দিনে) রাসূল (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা‘বার চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা ছিল। রাসূল (ছাঃ) তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, ‘হক্ব এসেছে বাতিল চুরমার হয়েছে’।[২১]

(٢٢) عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأَسَدِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ لاَّ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(২২) আবুল হাইয়াজ (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ) একদা আমাকে বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে যে জন্য পাঠিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে সে জন্য পাঠাব না? তিনি বলেছিলেন, ‘তুমি কোন মূর্তি না ভাঙ্গা পর্যন্ত ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর ছাড়বে না যতক্ষণ তা ভেঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে না দিবে।[২২]

(٢٣) عَنْ نَافِعٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُنَاسًا يَأْتُوْنَ الشَّجَرَةَ الَّتِىْ بُوْيِعَ تَحْتَهَا قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ

(২৩) নাফে‘ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) এ মর্মে জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়‘আত নিয়েছিলেন, ঐ গাছের কাছে মানুষ ভীড় করছে। তখন তিনি নির্দেশ দান করলে তা কেটে ফেলা হয়।[২৩]

---

২১. বুখারী হা/২৪৭৮, ১/৩৩৬ পৃঃ, ‘মাযালেম’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; মুসলিম হা/৪৭২৫- بَابُ إِزَالَةِ الأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মূর্তি ভেঙ্গে খান খান করার জন্য এবং আল্লাহ্র তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যেন তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা হয়- ছহীহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫২- أَرْسَلَنِىْ بِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَىْءٌ।

২২. ছহীহ মুসলিম হা/২২৮৭, ১/৩১২ পৃঃ, (ইফাবা হা/২১১২); মিশকাত হা/১৬৯৬, পৃঃ ১৪৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬০৫, ৪/৭২ পৃঃ, ‘মৃতকে দাফন করা’ অনুচ্ছেদ।

২৩. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩।

ছালাতের স্থানকে চাকচিক্যময় না করা :

(٢٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِيْ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(২৪) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদা একটি চাদরে ছালাত আদায় করেন, যাতে নকশা ছিল। তিনি উক্ত নকশার দিকে একবার দৃষ্টি দেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, তোমরা আমার এই চাদরটি আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং আম্বেজানিয়াহ কাপড় নিয়ে আস। কারণ এটা এখনই আমাকে আমার ছালাত থেকে বিরত রেখেছিল।[২৪]

হারানো বস্তু মসজিদে খোঁজ করা যাবে না :

(٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(২৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিষ খোঁজ করতে শুনবে, সে যেন বলে আল্লাহ যেন তোমাকে ফেরত না দেন। কারণ মসজিদ সমূহ এ জন্য তৈরি করা হয়নি।[২৫]

পিলারের মাঝে কাতার করা যাবে না :

(٢٦) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

(২৬) মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হত- আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি'।[২৬]

---

২৪. ছহীহ বুখারী হা/৩৭৩, ১/৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৬৬, ২/২১৩ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; ছহীহ মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/৭৫৭, পৃঃ ৭২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭০১, ২/২৩৮, 'সতর ঢাকা' অনুচ্ছেদ।

২৫. ছহীহ মুসলিম হা/১২৮৮; মিশকাত হা/৭০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৪, ২/২১৮ পৃঃ।

২৬. ইবনু মাজাহ হা/১০০২, পৃঃ ৭০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৫, ১/৩৩৪ পৃঃ।

দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করে মসজিদে বসা নিষেধ :

(٢٧) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(২৭) আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন না বসে, যতক্ষণ দুই রাক‘আত ছালাত আদায় না করবে’।[২৭]

ওয়াক্ত অনুযায়ী ছালাত আদায়ের গুরুত্ব :

(٢٨) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجِبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِىْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(২৮) উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের প্রভু অত্যন্ত খুশি হন ছাগলের ঐ রাখালের প্রতি, যে পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের জন্য আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি লক্ষ্য করো- সে আযান দেয়, ছালাত কায়েম করে এবং আমাকেই ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম।[২৮]

(٢٩) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى إِنِّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ

---

২৭. ছহীহ বুখারী হা/১১৬৩, ১/১৫৬ পৃঃ; বুখারী হা/৪৪৪, ১/৬৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪৩১, ১/২৪৪ পৃঃ), ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করবে’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম হা/১৬৮৭; মিশকাত হা/৭০৪, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫২, ২/২১৭ পৃঃ, ‘মসজিদ সমূহ’ অনুচ্ছেদ।

২৮. আবুদাঊদ হা/১২০৩, ১/১৭০ পৃঃ; নাসাঈ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/৬৬৫, পৃঃ ৬৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ, ‘আযানের ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।

عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(২৯) আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছি, আর একটি অঙ্গীকার করেছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে উপস্থিত হবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তার জন্য আমার কোন অঙ্গীকার নেই।[২৯]

(٣٠) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةُ فِىْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِىْ فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৩০) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের সমান। যখন কেউ উক্ত ছালাত কোন নির্জন ভূখণ্ডে আদায় করে এবং রুকূ-সিজদা পূর্ণভাবে করে, তখন সেই ছালাত পঞ্চাশ ছালাতের সমপরিমাণ হয়ে যায়।[৩০]

ছালাতের ওয়াক্ত :

(٣١) عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ فِىْ أَوَّلِ وَقْتِهَا. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

(৩১) উম্মু ফারওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্ আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।[৩১]

---

২৯. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩০, সনদ হাসান।

৩০. আবুদাঊদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৩১. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৬, ১/৬১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৭০, ১/৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫৯, ২/১৭৯ পৃঃ।

(٣٢) عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৩২) আবুযার (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমার আমীরগণ যখন ছালাতের ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে ছালাত দেরী করে পড়বে বা ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে মেরে ফেলবে, তখন তুমি কী করবে? আমি বললাম, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ছালাতের সময়েই ছালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে যদি আদায় করতে পার, তাহলে আদায় করবে। তবে তা তোমার জন্য নফল হবে।[৩২]

(٣٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(৩৩) আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুমিন মহিলারা চাদর আবৃত হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হত। অতঃপর যখন ছালাত শেষ হত, তখন তারা তাদের বাড়ীতে ফিরে যেত। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।[৩৩]

(٣٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيِّ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِىْ مِنْ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৯৭, ১/২৩০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৩৩৮); মিশকাত হা/৬০০, পৃঃ ৬০-৬১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৫২, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

৩৩. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৮, ১/৮২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৫১, ২/২৮ পৃঃ), 'ওয়াক্ত সমূহ' অধ্যায়, 'ফজরের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদ-২৭।

(৩৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাত তখন পড়তেন, যখন সূর্য উঁচুতে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত। অতঃপর কেউ আওয়ালী বা উঁচু স্থানগুলোর দিকে যেত এবং সেখানে পৌঁছত, অথচ সূর্য তখন উপরেই থাকত। আর আওয়ালীর কোন কোন স্থান মদীনা হতে চার মাইল বা অনুরূপ দূরে অবস্থিত।[৩৪]

(٣٥) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُوْرًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৩৫) রাফে‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আছরের ছালাত আদায় করতাম। অতঃপর একটি উট যবহে করতাম। তারপর তাকে দশ ভাগে ভাগ করতাম। অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আমরা তা পাক করে গোশত খেতাম।[৩৫]

ওযূ ও তায়াম্মুম :

(٣٦) عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَـذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

(৩৬) আবু আইয়ূব আনছারী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়- ‘তথায় (কুবায়) এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা পবিত্রতা লাভ করাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ

৩৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৫৫০, ১/৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫২৪, ২/১৬ পৃঃ); মিশকাত হা/৫৯২, পৃঃ ৬০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৪, ২/১৭৪ পৃঃ, ‘জলদি ছালাত আদায় করা’ অনুচ্ছেদ।

৩৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/২৪৮৫, ১/৩৩৮ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪৬, ১/২২৫ পৃঃ (ইফাবা হা/১২৮৯); মিশকাত হা/৬১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৬।

পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আনছারগণ! এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন কর? তারা বললেন, আমরা ছালাতের জন্য ওযূ করে থাকি, অপবিত্রতা হতে গোসল করে থাকি এবং পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই তার কারণ। সুতরাং তোমরা সর্বদা এভাবেই পবিত্রতা হাছিল করবে।[৩৬]

(٣٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৩৭) আমর ইবনু ইয়াহইয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদকে বললেন, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন- কিভাবে রাসূল (ছাঃ) ওযূ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পানি চাইলেন। তার দুই হাতে পানি ঢাললেন এবং দুইবার তার হাত ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর দুইবার দুইবার করে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করলেন। এতে দুই হাত তিনি সামনে নিলেন এবং পিছনে করলেন। তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। অতঃপর যে স্থান থেকে

৩৬. ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৫৫, পৃঃ ২৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৪১, ‘পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার’ অনুচ্ছেদ; আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১, ৩/১১৩ পৃঃ।

শুরু করেছিলেন সেখানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। অতঃপর দুই পা ধৌত করলেন।[৩৭]

(٣٨) عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৩৮) আম্মার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার জন্য এইরূপ করাই যথেষ্ট ছিল'। এই বলে তিনি তাঁর দুই হাত মাটির উপর মারলেন এবং ফুঁক দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[৩৮]

আযান ও ইক্বামত :

(٣٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِه فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

(৩৯) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১২ বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার আযানের কারণে প্রত্যেক দিন ৬০ টি নেকী লেখা হবে এবং প্রত্যেক ইক্বামতের জন্য ৩০ টি নেকী লেখা হবে।[৩৯]

(٤٠) عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الإِقَامَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْبُخَارِىُّ

---

৩৭. ছহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১/৩১ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫); মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪, পৃঃ ৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬২, ২/৭৮ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪।

৩৮. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৮, ১/৪৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/৩৩১, ১/১৮৮ পৃঃ), 'তায়াম্মুম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মুসলিম হা/৮৪৬, ১/১৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, পৃঃ ৫৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৯৩, ২/১৩৫ পৃঃ।

৩৯. ইবনু মাজাহ হা/৭২৮, পৃঃ ৫৩, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৬৭৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৭, ২/২০৬ পৃঃ।

(৪০) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে দুইবার করে আযান আর একবার করে ইক্বামতের বাক্যগুলো বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪০]

(٤١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৪১) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আযানের বাক্যগুলো ছিল দুই বার দুইবার এবং ইক্বামত ছিল একবার একবার। 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' ছিল দুইবার।[৪১]

পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করা :

(٤٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِى صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ فِى الأَوْسَطِ

(৪২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।[৪২]

(٤٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِىْ إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا

---

৪০. নাসাঈ হা/৬২৭, ১/৭৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ১/৮৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/৫৭৮-৫৮০, ২/৪২-৪৩ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২ ও ৩; ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৭, ১/৬৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭২২, ৭২৩ ও ৭২৫), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/৬৪১, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯০, ২/১৯০ পৃঃ, 'আযান' অনুচ্ছেদ।

৪১. আবুদাঊদ হা/৫১০, ১/৭৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৪৩, পৃঃ ৬৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২, ২/১৯২ পৃঃ।

৪২. ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৫; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৮২৪; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৯২।

فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৪৩) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর, বাহুসমূহকে বরাবর রাখ, ফাঁক সমূহ বন্ধ কর এবং তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে নম্রতা বজায় রেখে মিলিয়ে দাও; মধ্যখানে শয়তানের জন্য ফাঁক রেখ না। যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে মিলিয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ তাকে তাঁর নিকটবর্তী করে নেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, আল্লাহও তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।[৪৩]

(٤٤) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৪৪) নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুছল্লীদের দিকে মুখ করতেন এবং বলতেন, তোমরা কাতার সোজ কর। এভাবে তিনি তিনবার বলতেন। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে অথবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে দিবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি দেখতাম, মুছল্লী তার সাথী ভাইয়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুর পার্শ্বের সাথে হাঁটুর পার্শ্ব এবং টাখনুর সাথে টাখনু ভিড়িয়ে দিতেন।[৪৪]

(٤٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ إِنِّىْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

---

৪৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৩৪, ৩/৬১ পৃঃ।

৪৪. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬২, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ।

(৪৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে কাছে রাখবে। আর তোমাদের ঘাড় সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে। আমি ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁক সমূহে প্রবেশ করে, কাল ভেড়ার বাচ্চা ন্যায়।[৪৫]

জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা :

(٤٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِى النَّارِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৪৬) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একশ্রেণীর মুছল্লী সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে থাকবে। এমনকি আল্লাহ তাদেরকে সবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৪৬]

(٤٧) عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৪৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার জনৈক মুছল্লীকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বলেন, কেউ আছে এই ব্যক্তিকে ছাদাক্বা দিবে? তার সাথে ছালাত আদায় করবে?[৪৭]

(٤٨) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

৪৫. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৬৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭, সনদ ছহীহ ; মিশকাত হা/১০৯৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০২৫, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ।

৪৬. আবুদাঊদ হা/৬৭৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০৪; ছহীহ মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১০৯০।

৪৭. আবুদাঊদ হা/৫৭৪, ১/৮৫ পৃঃ, 'এক মসজিদে দু'বার জামা'আত করা' অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/১১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৭৮, ৩/৮২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মুক্তাদীর কর্তব্য ও মাসবূকের করণীয়' অনুচ্ছেদ।

(৪৮) মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন ছালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের দুইজনের কেউ আযান ও ইক্বামত দিবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।[৪৮]

ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা :

(٤٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُوْدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৪৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন তখনও এটা করতেন। রুকূ থেকে যখন মাথা উঠাতেন, তখনও দুই হাত উঠাতেন এবং ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন। তিনি সিজদায় এমনটি করতেন না।[৪৯]

(٥٠) عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

---

৪৮. বুখারী হা/৬৫৮, ১/৯০ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬২৫, ২/৬২ পৃঃ); মুসলিম হা/১৫৭০, ১/২৩৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৪০৭); তিরমিযী হা/২০৫; মিশকাত হা/২৮২।

৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৭৩৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২, (ইফাবা হা/৬৯৯-৭০৩, ২/১০০-১০২ পৃঃ); এছাড়া হা/৭৩৫, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯ দ্রঃ; ছহীহ মুসলিম হা/৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, (ইফাবা হা/৭৪৫-৭৪৯), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।

(৫০) আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয ছালাতে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর দিতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। যখন তিনি ক্বিরাআত শেষ করতেন ও রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। যখন তিনি রুকূ থেকে উঠতেন তখনও তিনি অনুরূপ করতেন। তবে বসা অবস্থায় তিনি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না। কিন্তু যখন তিনি দুই রাক‘আত শেষ করে দাঁড়াতেন, তখন অনুরূপ রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন এবং তাকবীর দিতেন।[৫০]

(٥١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِى السُّجُوْدِ فَمَا زَالَت تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِىَ اللهَ تَعَالَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ

(৫১) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকূতে যেতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করতেন, তখন রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন। সিজদার সময় তিনি এমনটি করতেন না। আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা (মৃত্যু) পর্যন্ত তাঁর ছালাত সর্বদা এরূপই ছিল।[৫১]

(٥٢) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصَى. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

(৫২) নাফে‘ (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করছে না, তখন তিনি তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করতেন।[৫২]

---

৫০. ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৪৪, ১/১০৯ পৃঃ।

৫১. বায়হাক্বী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ১/৫৩৯ পৃঃ, হা/৩২৭; আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ ১/১৫৩ পৃঃ; নাছবুর রাইয়াহ ১/৪১০; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০৪৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৫২. ইমাম বুখারী, রাফ‘উল ইয়াদায়েন হা/১৪, পৃঃ ১৫; সনদ ছহীহ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ; বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯।

(٥٣) قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

(৫৩) রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী উক্ববা ইবনু আমের আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, যখন মুছল্লী রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে, তখন তার জন্য প্রত্যেক ইশারায় দশটি করে নেকী হবে।[৫৩]

ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধা :

(٥٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِيْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(৫৪) সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত, মুছল্লী যেন ছালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে। আবু হাযেম বলেন, এটা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হত বলে আমি জানি।[৫৪]

(٥٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ... رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ

(৫৫) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের দিকে লক্ষ্য করতাম, তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করতেন। আমি

---

৫৩. বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান হা/৮৩৯; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১২৯।

৫৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৪০, ১/১০২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭০৪, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২)। ‘আযান’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৭।

তাঁর দিকে লক্ষ্য করতাম যে, তিনি ছালাতে দাঁড়াতেন অতঃপর তাকবীর দিতেন এবং কান বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। তারপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পাতা, কবজি ও বাহুর উপর রাখতেন। অতঃপর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন অনুরূপ দুই হাত উত্তোলন করতেন।...[৫৫]

(٥٦) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَـــدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(৫৬) ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকের উপর রাখতেন।[৫৬]

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা :

(٥٧) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا صَـــلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৫৭) উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার ছালাত হয় না'।[৫৭]

(٥٨) عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْـــحَابِهِ فَلَمَّـــا قَضَى صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَتَقْرَؤُوْنَ فِىْ صَلاَتِكُمْ خَلْـــفَ الإِمَـــامِ

---

৫৫. নাসাঈ হা/৮৮৯, ১/১০২ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৭২৭, পৃঃ ১০৫; আহমাদ হা/১৮৮৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০, সনদ ছহীহ।

৫৬. ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৪৭৯, ১/২৪৩ পৃঃ; বলূগুল মারাম হা/২৭৫।

৫৭. ছহীহ বুখারী হা/৭৫৬, ১/১০৪ পৃঃ; ছহীহ মুসলিম ১/১৬৯ পৃঃ, হা/৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১,৮-৮২ ও ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬,৭৭; মিশকাত পৃঃ ৭৮, হা/৮২২ ও ৮২৩। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করার পূর্বে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেন, بَابُ وُجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ 'প্রত্যেক ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য ক্বিরা'আত (সূরা ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব। মুক্বীম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, জেহরী ছালাতে হোক বা সেরী ছালাতে হোক'। -ছহীহ বুখারী ১/১০৪ পৃঃ, হা/৭৫৬-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ।

وَالإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَسَكَتُوْا فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَاتٍ فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُوْنَ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوا لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

(৫৮) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন তাদের দিকে মুখ করলেন। অতঃপর বললেন, ইমাম ক্বিরাআত করা অবস্থায় তোমরা কি ইমামের পিছনে তোমাদের ছালাতে ক্বিরআত পাঠ করলে? তারা চুপ থাকলেন। ফলে তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তাদের একজন বা সকলে বললেন, হ্যাঁ আমরা পাঠ করেছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা এমনটি কর না। তবে চুপি চুপি যেন সূরা ফাতিহা পাঠ করে।[৫৮]

(٥٩) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْك أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فَقَالَ اقْـرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا قُلْتُ وَإِنْ جَهَـرْتَ؟ قَالَ وَإِنْ جَهَرْتُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

(৫৯) ইয়াযীদ ইবনু শারীক একদা ওমর (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আমি বললাম, যদি আপনি ইমাম হোন? তিনি বললেন, যদিও আমি ইমাম হই। আমি পুনরায় বললাম, যদি আপনি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদিও আমি জোরে ক্বিরাআত পাঠ করি।[৫৯]

(٦٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَـصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِـى الأُخْـرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

---

৫৮. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/২৮০৫। আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ লিগায়রিহী। মুহাক্কিক হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, এর সনদ জাইয়িদ। -ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৪১।

৫৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৩০৪৭; সনদ ছহীহ, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৯২-এর আলোচনা দ্রঃ।

(৬০) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা যোহর ও আছর ছালাতে প্রথম দুই রাক‘আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করতাম। আর পরের দুই রাক‘আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম।[৬০]

ছালাতে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা :

(٦١) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَــرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৬১) ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যা-ল্লীন’ বলতেন, তখন তিনি ‘আমীন’ বলতেন। তিনি আমীনের আওয়ায জোরে করতেন।[৬১]

(٦٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَــا حَــسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

(৬২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সালাম’ ও ‘আমীন’ বলার কারণে ইহুদীরা তোমাদের সাথে যত শত্রুতা করে, অন্য কোন বিষয়ে তত করে না’।[৬২]

রুকূ ও সিজদার বর্ণনা :

(٦٣) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৬৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সিজদা করবে, তখন যেন উটের শয়নের মত না করে। বরং সে যেন দুই হাঁটু রাখার আগে দুই হাত রাখে’।[৬৩]

---

৬০. ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, পৃঃ ৬১; সনদ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৬।
৬১. আবুদাঊদ হা/৯৩২, ১/১৩৪-১৩৫ পৃঃ।
৬২. আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৯১।
৬৩. আবুদাঊদ হা/৮৪০, ১/১২২ পৃঃ; নাসাঈ হা/১০৯১, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৮৯৯।

(٦٤) عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(৬৪) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাঁটু রাখার পূর্বে আগে দুই হাত রাখতেন। আর বলতেন, নবী (ছাঃ) এমনটিই করতেন।[৬৪]

(٦٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ

(৬৫) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ মর্মে দু‘আ পাঠ করতেন।[৬৫]

(٦٦) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِىِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(৬৬) মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন, যখন তিনি বেজোড় রাক‘আতে থাকতেন, তখন সুস্থির ভাবে না বসে দাঁড়াতেন না।[৬৬]

(٦٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ..وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

---

৬৪. ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭, সনদ ছহীহ; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৮২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১।

৬৫. তিরমিযী হা/২৮৪, ১/৬৩ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৮৫০, ১/১২৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১ পৃঃ।

৬৬. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ);; মিশকাত হা/৭৯৬।

(৬৭) মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) যখন দ্বিতীয় রাক'আতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বসতেন এবং যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৬৭]

(٦٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىْ سِتِّيْنَ سَنَةً مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُوْدَ وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ

(৬৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় কোন মুছল্লী ৬০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে। কিন্তু তার ছালাত কবুল করা হচ্ছে না। সম্ভবত পূর্ণভাবে রুকূ করে কিন্তু সিজদা পূর্ণভাবে করে না। অথবা পূর্ণভাবে সিজদা করে কিন্তু পূর্ণভাবে রুকূ করে না।[৬৮]

ছালাতের মধ্যে মুনাজাত :

(٦٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِىْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(৬৯) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় মুমিন যখন ছালাতের মধ্যে থাকে তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত করে'।[৬৯]

(٧٠) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِىْ اللهَ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ... رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(৭০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে।

---

৬৭. বুখারী হা/৮২৩, ১/১১৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/৭৮৫ ও ৭৮৬, ২/১৪১ পৃঃ); মিশকাত হা/৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৭৪০, ২/২৫৪ পৃঃ; বুখারী হা/৮২৪, ১/১১৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/৬৮৭; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৯১৯।

৬৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৯৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৫২৯, সনদ হাসান।

৬৯. বুখারী হা/৪০৫, ১ম খণ্ড, ৫৮, (ইফাবা হা/৩৯৬, ১/২২৭ পৃঃ), 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৩। এছাড়া দ্রঃ হা/৪১৭, ৫৩১, ৫৩২ ও ১২১৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯, ৭৬ ও ১৬২।

কারণ সে যতক্ষণ মুছাল্লাতে ছালাত রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্র সাথে মুনাজাত করে'.. ।[৭০]

তাশাহহুদের বৈঠক শেষ করা পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা :

(৭১) عَنِ ابْنِ أَبْزَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّاحَةِ فِى الصَّلاَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ

(৭১) ইবনু আবযা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৭১]

(৭২) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصْبُعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৭২) আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন তাশাহ্হুদে বসতেন, তখন দু'আ করতেন। তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। আর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা আঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। আর বাম হাতের পাতা দ্বারা বাম হাঁটু চেপে ধরতেন।[৭২]

---

৭০. বুখারী হা/৪১৬, ১/৫৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/৪০৫, ১/২৩০ পৃঃ); মুসলিম হা/১২৩০; ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭, 'মসজিদ ও ছালাতের জায়গা সমূহ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৭১০, পৃঃ ৬৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৫৮, ২/২১৯ পৃঃ; 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৭১. আহমাদ হা/১৫৪০৫; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮১; আবুদাঊদ হা/৯৮৯।

৭২. ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৬, ১৩৩৮, ১/২১৬ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৮৪); মিশকাত হা/৯০৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৭, ২/৩০৪ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে এসেছে, তিপ্পান্নের ন্যায় ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। -ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৮; মিশকাত হা/৯০৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪৬, ২/৩০৩ পৃঃ।

সালামের পর ইমামের ঘুরে বসা :

(٧٣) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৭৩) সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখনই কোন ছালাত আদায় করতেন, তখনই আমাদের দিকে মুখ করে ঘুরে বসতেন।[৭৩]

ডান হাতের আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা :

(٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَمِيْنِهِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৭৪) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[৭৪]

(٧٥) عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيْدَ وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ

(৭৫) ইউসায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বলেন, তোমরা তাসবীহ, তাহলীল এবং পবিত্রতা বর্ণনা করবে। এতে তোমরা গাফলতি কর না। কারণ তোমরা তাওহীদ ভুলে যাবে। আর তোমরা আঙ্গুলে তাসবীহ বর্ণনা করবে। সেগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং কথা বলবে।[৭৫]

---

৭৩. বুখারী হা/৮৪৫, ১/১১৭ পৃঃ (ইফাবা হা/৮০৫, ২/১৫২ পৃঃ), 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫৬; মুসলিম হা/১৪৮১, ১/২২৯ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪০; মিশকাত হা/৯৪৪ ও ৯০৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৮৩, ২/৩১৮ পৃঃ 'তাশাহহুদে দু'আ' অনুচ্ছেদ। রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতেই সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসতেন। -ছহীহ বুখারী হা/৪০১, ৬৬১, ৮৪৭, ৯৭৬।

৭৪. আবুদাঊদ হা/১৫০২, ১/২১০ পৃঃ; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৩১৪৮; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৮৪৩।

৭৫. তিরমিযী হা/৩৫৮৩; মিশকাত হা/২৩১৬; মুস্তাদরাক হাকেম হা/২০০৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩।

(٧٦) عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بُهْرَامٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا تَسْبِيْحٌ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَطَعَهُ وَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَرَّ بِرَجُلٍ يُسَبِّحُ بِحَصَى فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَبَقْتُمْ! رَكِبْتُمْ بِدْعَةً ظُلْمًا! وَلَقَدْ غَلَبْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ عِلْمًا!

(৭৬) ছালত ইবনু বুহরাম (রাঃ) বলেন, 'ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার কাছে দানা ছিল। তা দ্বারা সে তাসবীহ্ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) সেগুলো কেড়ে নিলেন এবং দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর একজন লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, যে পাথর কংকর দ্বারা তাসবীহ্ গণনা করছিল। ইবনু মাসঊদ তাকে নিজের পা দ্বারা লাথি মারলেন। তারপর বললেন, তোমরা অগ্রগামী হয়েছ! আর অন্ধকার বিদ'আতের উপর আরোহন করেছ! তোমরাই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবী হিসাবে ইলমের দিক থেকে বিজয়ী হয়েছ![৭৬]

সুন্নাত ছালাত :

(٧٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(৭৭) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে, তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই'।[৭৭]

(٧٨) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِى السُّبْحَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৭৬. ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদউ, পৃঃ ২৩, হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৩-এর আলোচনা দ্রঃ, সনদ ছহীহ।

৭৭. মুসলিম হা/১৬৭৮-১৬৭৯ ও ১৬৮৪, ১/২৪৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫১৪ ও ১৫২১) 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; বুখারী হা/৬৬৩, ১/৯১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৩০, ২/৬৪ পৃঃ) 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; মিশকাত হা/১০৫৮, পৃঃ ৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৯১, ৩/৪৬ পৃঃ, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

(৭৮) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছঃ) বলেছেন, তোমরা কি সক্ষম হবে, যখন সে ছালাত আদায় করবে তখন সামনে বা পিছনে, ডানে বা বামে সরে গিয়ে দাঁড়াবে? অর্থাৎ সরে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে।[৭৮]

(٧٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৭৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের দুই রাক‘আত ছালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা হতে উত্তম।[৭৯]

(٨٠) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّة أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৮০) উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পর দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই।[৮০]

(٨١) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৮১) উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাক‘আত এবং পরে চার রাক‘আত

---

৭৮. ইবনু মাজাহ হা/১৪২৭; আবুদাঊদ হা/১০০৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের স্থান থেকে সরে গিয়ে পড়া’ অনুচ্ছেদ।

৭৯. মুসলিম হা/১৭২১; মিশকাত হা/১১৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৬, ৩/৯২ পৃঃ।

৮০. মুসলিম হা/১৭২৯; তিরমিযী হা/৪১৫; মিশকাত হা/১১৫৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯১, ৩/৯০ পৃঃ।

ছালাত হেফাযত করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।[৮১]

(٨٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(৮২) আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বার বলেন, যার ইচ্ছা সে পড়বে। এজন্য যে লোকেরা যেন তাকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ না করে।[৮২]

(٨٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৮৩) আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন মদীনায় থাকতাম তখন এমন হত যে, মুয়াযযিন মাগরিবের ছালাতের যখন আযান দিত, তখন লোকেরা কাতারে দাঁড়িয়ে যেত। অতঃপর তারা দুই রাক‘আত দুই রাক‘আত করে ছালাত আদায় করত। এমনকি কোন অপরিচিত লোক মসজিদে প্রবেশ করলে ধারণা করত, অবশ্যই মাগরিবের ছালাত হয়ে গেছে। এত মানুষ উক্ত দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করত।[৮৩]

---

৮১. আবুদাঊদ হা/১২৬৯; তিরমিযী হা/৪২৮, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১৬৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৯, ৩/৯৩ পৃঃ।

৮২. বুখারী হা/১১৮৩, ১/১৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১২ ও ১১১৩, ২/৩২৩ পৃঃ); মুসলিম হা/১৯৭৫, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৮); মিশকাত হা/১১৬৫, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৭, ৩/৯২ পৃঃ।

৮৩. মুসলিম হা/১৯৭৬, ১/২৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮০৯); মিশকাত হা/১১৮০, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১১২, ৩/৯৭ পৃঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘সুন্নাত ও তার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।

(٨٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

(৮৪) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজর ছালাত আদায় করবে, অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে যিকির করবে; তারপর দুই রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ এবং পূর্ণ একটি ওমরার নেকী হবে।[৮৪]

বিতরের ছালাত :

(٨٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ

(৮৫) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'রাত্রির ছালাত দুই দুই রাক'আত। আর বিতর এক রাক'আত'।[৮৫]

(٨٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৮৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ বিজোড়। তিনি বিজোড়কে পসন্দ করেন। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীরা! তোমরা বিতর পড়'।[৮৬]

(٨٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِىْ آخِرِهِنَّ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ

---

৮৪. তিরমিযী হা/৫৮৬, ১/১৩০ পৃঃ; মিশকাত হা/৯৭১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯০৯, ৩/৬ পৃঃ, 'ছালাতের পর যিকির' অনুচ্ছেদ।

৮৫. ছহীহ নাসাঈ হা/১৬৯৩, ১/১৯০ পৃঃ, 'রাতের ছালাত' অধ্যায়, 'এক রাক'আত বিতর' অনুচ্ছেদ।

৮৬. আবুদাঊদ হা/১৪১৬, ১/২০০ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১১৭০; তিরমিযী হা/৪৫৩; মিশকাত হা/১২৬৬, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৭, ৩/১৩৫ পৃঃ।

(৮৭) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষের রাক'আতে ছাড়া বসতেন না।[৮৭]

(٨٨) عَنْ عَطَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ وَ لاَ يَتَشَهَّدُ إِلاَّ فِيْ آخِرِهِنَّ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ

(৮৮) আত্বা (রাঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন কিন্তু মাঝে বসতেন না এবং সবশেষে ছাড়া তাশাহহুদ পড়তেন না।[৮৮]

সফরের ছালাত :

(٨٩) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৮৯) ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে বললাম, 'তোমাদের ছালাত 'ক্বছর' করায় কোন দোষ নেই। যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে' এই দৃষ্টিতে মানুষ তো এখন নিরাপদ। তিনি উত্তরে বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হয়েছ, আমিও তেমনি এতে আশ্চর্য হয়েছিলাম। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, এটা ছাদাক্বাহ। আল্লাহ তোমাদের প্রতি ছাদাক্বাহ করেছেন। তোমরা তার ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর।[৮৯]

(٩٠) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ

৮৭. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪০; বায়হাক্বী হা/৪৮০৩, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১; সনদ ছহীহ, তা'সীসুল আহকাম ২/২৬২ পৃঃ।

৮৮. মুস্তাদরাক হাকেম হা/১১৪২।

৮৯. মুসলিম হা/১৬০৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১, (ইফাবা হা/১৪৪৩), 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১; মিশকাত হা/১৩৩৫, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৫৭, ৩/১৬৭ পৃঃ।

أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِب مِثْــلَ ذَلِــكَ إِنْ غَابَت الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৯০) মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে অবস্থান করছিলেন। তখন সওয়ার হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢুলে পড়লে তিনি যোহর ও আছর জমা করতেন। আর যদি সূর্য ঢুলে পড়ার পূর্বে সওয়ার হতেন, তবে যোহরকে দেরী করতেন আছর পর্যন্ত। অনুরূপ করতেন মাগরিবের ক্ষেত্রেও। সওয়ার হওয়ার পূর্বে যদি সূর্য ডুবে যেত, তাহলে মাগরিব ও এশা জমা করতেন। আর সূর্য ডুবার পূর্বে যদি সওয়ার হতেন, তবে মাগরিবকে দেবী করতেন এবং এশার ছালাতের জন্য নেমে পড়তেন। অতঃপর মাগরিব ও এশা জমা করতেন।[৯০]

(৯১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِــشَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(৯১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন সফর অবস্থায় থাকতেন, তখন যোহর ও আছর ছালাত জমা করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশাও জমা করে আদায় করতেন।[৯১]

জুম‘আর ছালাত :

(৯২) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْــرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৯২) জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দু’টি খুৎবা ছিল। উভয় খুৎবার মাঝে তিনি বসতেন। খুৎবাতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন।[৯২]

---

৯০. আবুদাঊদ হা/১২০৮, ১/১৭০ পৃঃ, ‘দুই ছালাত’ জমা করা অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/১৩৪৪, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬৬, ৩/১৭১ পৃঃ, ‘সফরের ছালাত’ অনুচ্ছেদ।
৯১. বুখারী হা/১১০৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, (ইফাবা হা/১০৪২, ২/২৮৭ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৩৯, পৃঃ ১১৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৬১, ৩/১৬৯ পৃঃ।
৯২. মুসলিম হা/২০৩২, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৬৫); মিশকাত হা/১৪০৫, পৃঃ ১২৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩২১, ৩/১৯৭ পৃঃ।

(٩٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ

(৯৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং দুই রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[৯৩]

(٩٤) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّام. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৯৪) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতে আসবে অতঃপর তার সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করবে, তারপর ইমাম খুৎবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবে; অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে, তাহলে তার এই জুম'আ ও পরবর্তী জুম'আর মাঝের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনকি অতিরিক্ত আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করা হবে।[৯৪]

(٩٥) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(৯৫) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করবে, তখন সে যেন জুম'আর পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে।[৯৫]

---

৯৩. ছহীহ বুখারী হা/৯৩০ ও ৯৩১, ১/১২৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৮৩ ও ৮৮৪, ২/১৯০ ও ১৯১ পৃঃ), 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩২; ছহীহ মুসলিম হা/২০৫৫ ও ২০৫৬, ১/২৮৭ পৃঃ, 'জুম'আ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৫।

৯৪. মুসলিম হা/২০২৪, ১/২৮৩ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৮৫৭); মিশকাত হা/১৩৮২, পৃঃ ১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩০০, ৩/১৮৮ পৃঃ; বুখারী হা/৮৮৩, ১/১২১ পৃঃ, (ইফাবা হা/৮৩৯, ২/১৭০ পৃঃ); মিশকাত হা/১৩৮১, পৃঃ ১২২।

৯৫. ছহীহ মুসলিম হা/২০৭৩ ও ২০৭৫, ১/২৮৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৯০৬-১৯০৮); মিশকাত হা/১১৬৬, পৃঃ ১০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৯৮, ৩/৯৩ পৃঃ।

(٩٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৯৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় মসজিদে নববীতে জুম‘আ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম যে জুম‘আ ছালাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটা জুছা গ্রামে, যা ছিল বাহরাইনের কোন একটি গ্রাম। ওছমান (রাঃ) বলেন, আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের কোন এক গ্রামে।[৯৬]

(٩٧) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُمْ كَتَبُوْا إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ

(৯৭) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (ইয়ামানবাসীরা) ওমর (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করল জুম‘আর ছালাত সম্পর্কে। তিনি তার উত্তরে লিখে পাঠান, যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানেই জুম‘আর ছালাত আদায় করবে।[৯৭]

(٩٨) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ .... رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

(৯৮) হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুম‘আর ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি লাঠি বা বর্শার উপর ভর করে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন।[৯৮]

---

৯৬. আবুদাঊদ হা/১০৬৮, ১/১৫৩ পৃঃ; বুখারী হা/৮৯২, ১/১২২ পৃঃ ও হা/৪৩৭১, (ইফাবা হা/৮৪৮, ২/১৭৩ পৃঃ)।

৯৭. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫১০৮; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৩২।

৯৮. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৯৬, ১/১৫৬ পৃঃ; সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬; সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩।

জানাযার ছালাত :

(৯৯) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوْا بِيْ أَحَدًا إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(৯৯) হুযায়ফাহ (রাঃ) বলেন, আমি যখন মারা যাব, তখন তোমরা কাউকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিও না। কারণ আমি ভয় করছি, সেটা শোক সংবাদ হয়ে যেতে পারে। নিশ্চয় আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে শুনেছি, তিনি মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করতেন।[৯৯]

(১০০) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَيَرْمِيْ بِالْحِجَارَةِ وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১০০) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি শুননি, নিশ্চয়ই আল্লাহ চোখের কান্না ও অন্তরের চিন্তার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না; বরং তিনি শাস্তি দিবেন এর কারণে। অতঃপর তিনি তার জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অথবা তার উপর রহম করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মাইয়েতকে তার পরিবারের কান্নার কারণে শাস্তি দেন। ওমর (রাঃ) এ জন্য লাঠিপেটা করতেন, পাথর মারতেন এবং মাটি নিক্ষেপ করতেন।[১০০]

---

৯৯. তিরমিযী হা/৯৮৬, ১/১৯২ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬, পৃঃ ১০৬, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, সনদ হাসান।

১০০. ছহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ১/১৭৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২২৬, ২/৩৮৭ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২১৭৬; মিশকাত হা/১৭২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৩২, ৪/৮৪, 'জানাজা' অধ্যায়।

(١٠١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(১০১) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তাতে জামা এবং পাগড়ী ছিল না।[১০১]

(١٠٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ مِنْ تَكْبِيْرِ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ

(১০২) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দুই হাত উত্তোলন করতেন।[১০২]

(١٠٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

(১০৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।[১০৩]

---

১০১. ছহীহ বুখারী হা/১২৭২, ১/১৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৯৭, ২/৩৭০ পৃঃ); ছহীহ মুসলিম হা/২২২৫; মিশকাত হা/১৬৩৫, পৃঃ ১৪৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৪৭, ৪/৪৯ পৃঃ।

১০২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭২৪৩; সুনানুছ ছুগরা হা/৮৬৬; ইমাম বুখারী (রহঃ)ও উক্ত আছারের বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন- ছহীহ বুখারী হা/১৩২২-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৬, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৪৪-এর আলোচনা, ২/৩৯৬; ফাৎহুল বারী ৩/২৪৫ পৃঃ। সনদ ছহীহ, আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১১৭- نعم روى البهقي (٤ / ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع । শায়খ বিন বায উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, وَهِيَ مَقْبُوْلَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ وَيَكُوْنُ ذَلِكَ دَلِيْلاً عَلَى شَرْعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِىْ تَكْبِيْرَاتِ الْجَنَازَةِ

১০৩. ছহীহ তিরমিযী হা/১০২৬, ১/১৯৮-৯৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৬৭৩, পৃঃ ১৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৮৩, ৪/৬৪ পৃঃ, ‘জানাযা’ অধ্যায়, ‘জানাযার সাথে গমন ও জানাযার ছালাত’ অনুচ্ছেদ। উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি সনদগতভাবে দুর্বল। তবে এর পক্ষে ছহীহ বুখারীতে হাদীছ থাকার কারণে শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন এবং ছহীহ তিরমিযী ও ছহীহ ইবনে মাজার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযীও একই কথা বলেছেন।- তিরমিযী হা/১০২৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৫।

(١٠٤) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

(১০৪) ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আওফ (রাঃ) বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যেন জানতে পার এটা পড়া সুন্নাত।[১০৪]

(١٠٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تُوَجِّهْ لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ قَبْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَبْرُ عُمَرَ وَقَبْرُ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى الْمُصَنَّفِ

(১০৫) জাবের বলেন, আমি শা'বী (রহঃ)-কে মৃত ব্যক্তিকে ক্বিবলামুখী করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, চাইলে ক্বিবলামুখী করতে পার, আবার নাও করতে পার। তবে কবরে ক্বিবলামুখী করে রাখো। কারণ রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর (রাঃ)-কে কবরে ক্বিবলামুখী করে রাখা হয়েছে।[১০৫]

তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যা :

(١٠٦) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (بِاللَّيْلِ) فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

১০৪. ছহীহ বুখারী হা/১৩৩৫, ১/১৭৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১২৫৪, ২/৪০০ পৃঃ), 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত হা/১৬৫৪, পৃঃ ১৪৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৬৫, ৪/৫৬ পৃঃ।

১০৫. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৬০৬১; ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-মুহাল্লা ৫/১৭৩ পৃঃ; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃঃ ১৫১; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩/১৯০ পৃঃ।

(১০৬) আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান (রাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রামাযানের রাতের[১০৬] ছালাত কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে **১১** রাক‘আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক‘আত পড়তেন। তুমি (আবু সালামা) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক‘আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক‘আত (বিতর) পড়তেন।[১০৭]

(١٠٧) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِىَّ أَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً... رَوَاهُ مَالِكٌ

(১০৭) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা‘ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে নির্দেশ দান করেন, তারা যেন মুছল্লীদের নিয়ে **১১** রাক‘আত ছালাত আদায় করায়।[১০৮]

ঈদের তাকবীর :

(١٠٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللهِ ﷺ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِى الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

১০৬. মুসলিম হা/১৭২৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫। উক্ত হাদীছে ‘রাত’ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

১০৭. বুখারী হা/২০১৩, ১১৪৭ ও ৩৫৬৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, ‘তারাবীহ্‌র ছালাত’ অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১; আরো দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ ও ৫০৪, (ইফাবা হা/১৮৮৬ (১৮৮৩), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৩ ও ১৭২০, ১/২৫৪ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-১৭; আবুদাঊদ, হা/১৩৪১, ১/৩৬৭; তিরমিযী হা/৪৩৯, ১/৯৯; নাসাঈ হা/১৬৯৭, ১/১৯১ পৃঃ; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২, হা/১১৬৬; মুওয়াত্ত্বা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০; আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৪৬৬ (৬/১০৪), হা/২৪৮৪৪ ও ঐ খণ্ড, পৃঃ ১৫৭ (৬/৩৬), হা/২৪১৮২;

১০৮. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৪/৬৯৮ পৃঃ; ফিরইয়াবী ১/৭৬ পৃঃ ও ২/৭৫ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৪০৭ পৃঃ, হা/১৩০২-এর টীকা সহ দ্রঃ; মিশকাত, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩/১৫২ পৃঃ, হা/১২২৮, ‘রামাযান মাসে রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

(১০৮) আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আছ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) বলেছেন, ‘ঈদুল ফিতর-এর প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাক‘আতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর’।[১০৯]

(١٠٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

(১০৯) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর ছালাতে সাত এবং পাঁচ তাকবীর দিতেন, রুকূর দুই তাকবীর ছাড়াই।[১১০]

ছালাতুল আউয়াবীন :

(١١٠) عَنْ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلاَةَ فِيْ غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(১১০) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি কিছু লোককে চাশতের ছালাত আদায় করতে দেখেন। অতঃপর বলেন, তারা অবগত আছে যে, এই সময়ের চেয়ে অন্য সময়ে পড়া অধিক উত্তম। নিশ্চয় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছালাতুল আউয়াবীন’ তখন পড়বে, যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে তাপ অনুভব করে।[১১১]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

সমাপ্ত

---

১০৯. আবুদাঊদ, হা/১১৫১ পৃঃ ১৬৩, সনদ ছহীহ।

১১০. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০, পৃঃ ৯১, সনদ ছহীহ।

১১১. ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮০ ও ১৭৮১, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৬), ‘মুসাফিরের ছালাত’ অনুচ্ছেদ-১৯; মিশকাত হা/১৩১২, পৃঃ ১১৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২৩৭, ৩/১৫৬ পৃঃ।
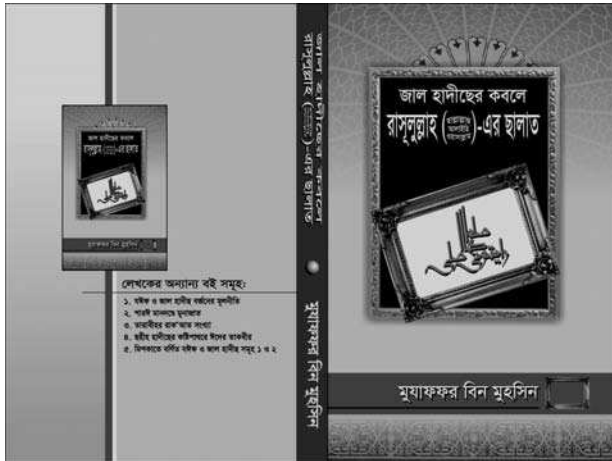
আছ-ছিরাত প্রকাশনীর বইসমূহ

ক্রঃ	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত (বোর্ড বাঁধায় ২০০/-)	মুযাফফর বিন মুহসিন	১৩০/-
২	শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত	মুযাফফর বিন মুহসিন	৫০/-
৩	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	মুযাফফর বিন মুহসিন	৩০/-
৪	তারাবীহ্‌র রাক'আত সংখ্যা	মুযাফফর বিন মুহসিন	৩৫/-
৫	ঈদের তাকবীর	মুযাফফর বিন মুহসিন	২০/-
৬	আহলেহাদীছদের সংগ্রামী চেতনা	মুযাফফর বিন মুহসিন	১২/-
৭	গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন	মুযাফফর বিন মুহসিন	১২/-
৮	নির্বাচিত হাদীছ	মুযাফফর বিন মুহসিন	২০/-
৯	জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	৩০/-
১০	ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস	ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	৩০/-
১১	সূরা মাঊন-এর শিক্ষা	ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর	২০/-
১২	কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা	হাফেয আব্দুল মতীন আল-মাদানী	২৫/-
১৩	সোনামণিদের ছহীহ দো'আ শিক্ষা	আব্দুর রশীদ	২৫/-
১৪	সোনামণিদের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা	আব্দুর রশীদ	২০/-
১৫	সোনামণিদের ছহীহ হাদীছ শিক্ষা	আব্দুর রশীদ	৩০/-
১৬	তিন ভাষার কথোপকথন (বাংলা, ইংরেজী, আরবী)	হাফেয হাসিবুল ইসলাম	১২০/-
১৭	প্রশ্নোত্তরে আহকামুল জানায়েয	মাওঃ মুহাঃ নোমান আলী	২০/-
১৮	কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নাম	বযলুর রহমান	১৩০/-

প্রাপ্তিস্থান

- **আছ-ছিরাত প্রকাশনী,** হাফিজ-আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া মাদরাসা সংলগ্ন, আমচত্বর পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবা : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭৩০-৬৩৩৪০৩
- **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (বই বিক্রয় বিভাগ),** নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবা : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯, ০১৭২৭-৩১৭০৭১
- ২২০, বংশাল রোড (১৩৮ মাজেদ সরদার লেন), ২য় তলা, ঢাকা-১০০০ মোবা : ০১৮৩২-১৪৩৫৬৫, ০১৭১৭৮৩৩৬৫২
- **আল-আমীন জামে মসজিদ,** ৪৬ শাহজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৩৬৭০০২০২, ০১৭২৪৮৯৭৩৯৭
- **তাওহীদ পাবলিকেশন্স** ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন বংশাল, ঢাকা। মোবা : ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬
- **ওয়াহিদীয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** রাণীবাজার (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী। মোবা : ০১৭৩০-৯৩৪৩২৫
- **লাকী স্টোর,** খুলনা। মোবা : ০১৭১২-০৫১০০৫

লেখক প্রণীত বই সমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১.	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-১	মুযাফফর বিন মুহসিন	১৩০
২.	মিশকাতে বর্ণিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ-২	” ”	১৫০
৩.	শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত	” ”	৫০
৪.	যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি	” ”	৩০
৫.	তারাবীহ্‌র রাক‘আত সংখ্যা	” ”	৩৫
৬.	ঈদের তাকবীর	” ”	২০
৭.	জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত	” ”	১৩০
৮.	ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন	” ”	১৩০

যোগাযোগ

মোবাইল : ০১৭৭৩-৬৮৬৬৭১, ০১৭৩৮-৩৪৬৬৯০